আগে শুনুন

"শিশু ও যুবাদের প্রতি মনোযোগ দেয়াই তাদের নিরাপদ বেড়ে উঠার প্রথম পদক্ষেপ"

মাদক মাকে কাঁদায়

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০১৭

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

১২ আষাঢ় ১৪২৪
২৬ জুন ২০১৭

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মাদকাসক্তি একটি বহুমাত্রিক সমস্যা এবং এর ব্যাপ্তি বিশ্বব্যাপী। মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার যেমন কালো টাকা, অবৈধ অস্ত্র ও সন্ত্রাসবাদকে উসকে দেয়, তেমনি জাতির প্রাণশক্তি যুবসমাজকে ধ্বংস করে। তরুণদের একটি অংশের মধ্যে মাদকাসক্তির প্রবণতা লক্ষণীয়, যা পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলাকে চরমভাবে বিঘ্নিত করে। তরুণদের মাদকের ভয়াবহ ছোবল থেকে রক্ষার জন্য সামাজিক সচেতনতার পাশাপাশি আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে মাদকের অপব্যবহার রোধ করতে হবে। মাদক সেবনের কুফল সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। অভিভাবকসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও নিতে হবে কঠোর পদক্ষেপ।

মাদকাসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে চিকিৎসার পাশাপাশি কাউন্সিলিং খুবই জরুরি। আমাদের মনে রাখতে হবে মাদকের ভয়াবহ পরিণতি কেবল পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে বিঘ্ন করে না, দেশ ও জাতির জন্য বয়ে আনে অপূরণীয় ক্ষতি। তাই মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর বব্যবস্থা গ্রহণসহ এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমি সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

মাদকাসক্তি এখন আর কোনো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি এখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা। তাই মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় আন্তঃদেশীয় সহযোগিতা আবশ্যক। তাছাড়াও সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ গণমাধ্যমকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী দিবস' উদযাপন ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও মাদক বিরোধী কার্যক্রম

বিশ্বব্যাপী মাদকের আগ্রাসন বর্তমান সময়ের আলোচিত গ্লোবাল ইস্যুগুলোর অন্যতম। এ থেকে কার্যকরভাবে পরিত্রাণ অতীব দূরূহ এবং আগ্রাসন রোধকল্পে গৃহীত কৌশলসমূহও অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে শতভাগ সফলতার মুখ দেখছে না। বিশ্বের নিয়ত: পরিবর্তনশীলতার সাথে আবির্ভাব ঘটছে নিত্য নতুন মাদকের। একাধিক নতুন সাইকোএকটিভ সাবস্‌টেন্স মাদক রাজ্যে থাবা বিস্তারের চেষ্টা করছে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা পর্যুদস্তের পাশাপাশি জঙ্গিবাদে অর্থায়ন তথা মানি লন্ডারিংয়ের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাদকের চোরাচালান যুক্ত থাকার বিষয়টিও নতুন কিছু নয়। কালের পরিক্রমায় প্রাকৃতিক মাদকের জায়গায় পুনঃস্থাপিত হয়েছে ভয়ংকর সেমি সিনথেটিক ও সিনথেটিক জাতীয় মাদক। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পারিপার্শ্বিক চাপ, হতাশা, বেকারত্ব, কৌতুহল প্রভৃতি কারণে ব্যক্তির অভ্যন্তরীন ও মনোজাগতিক ক্রিয়াশীলতায় মাদকের একটি গভীর শিকড় প্রথিত। মাদকের উৎপাদন, চোরাচালান ও বিপণনে নিত্য নতুন অভিনব সব কৌশল উদ্ভাবন ও একাধিক চক্র এমনভাবে জড়িত যে এর সমূল উৎপাটন করা কোন একক রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। এটি সার্বজনীন সমস্যা, সামাজিক শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বিণষ্টকারী মানবসৃষ্ট এক অভিশাপ। যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে মাদকের এ আগ্রাসন সাধারণ খোলা চোখে বিশ্লেষণ না করে সামগ্রিকভাবে এর বিশ্লেষণ করা জরুরি।

এ সমস্যা মোকাবিলায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশও একাত্মতা ঘোষনা করেছে। 'মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া'র দৃঢ় প্রত্যয়ে সরকার ঘোষিত জিরো টলারেন্স (Zero Tolerance) নীতি বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৯৮৮ সাল থেকে প্রতিবছর ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দিবসটি যথাযথভাবে পালনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য হ'ল : Listen FIRST: Listening to Children and Youth is the first step to help them grow healthy and safe. (আগে শুনুন: শিশু ও যুবাদের প্রতি মনোযোগ দেয়াই তাদের নিরাপদ বেড়ে উঠার প্রথম পদক্ষেপ)

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম:

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দেশে মাদক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম যেমন দেশে অবৈধভাবে পরিচালিত মাদক সংক্রান্ত অপরাধ দমন, এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ, আইনের প্রয়োগ, আইনের তফশিলভুক্ত ঔষধ শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল/কেমিক্যাল আমদানির জন্য লাইসেন্স প্রদান, আমদানিকৃত কাঁচামালের ব্যবহারসহ যাবতীয় কার্যক্রম তদারকি ও মনিটরিং, উৎপাদিত ফিনিশ্‌ড প্রোডাক্টের পরিবহন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, মাদকদ্রব্যের সঠিক পরীক্ষণ, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিবিড় কর্ম-সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিম্নরূপ ৩ (তিন) টি পদ্ধতিতে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছে :

● (ক) চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction) ●(খ) সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction) ●(গ) ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)

মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও অপব্যবহার রোধে চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

ক) অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিরস্ত্র অবস্থায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুর্ধর্ষ ও সশস্ত্র মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমন কার্যক্রম পরিচালনা করে।
খ) প্রায় ১৬ কোটি মানুষের এ দেশে মাদক অপরাধের মত মারাত্মক একটি অপরাধ মোকাবেলায় অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্টের কাজে নিয়োজিত জনবল মাত্র ৬৫০ জন। প্রতি ২,৪৬,১৫৪ জনের বিপরীতে ১ জন মাত্র মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মচারী নিয়োজিত আছে। এই অপ্রতুল জনবল নিয়ে মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন মোকাবেলা করা এ অধিদপ্তরের জন্য সত্যি একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
গ) মাদক ব্যবসায়ীরা তাদের কালো টাকার প্রভাবে সারা বিশ্বের রাজনীতি, সমাজ, প্রশাসন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে মাদক ব্যবসায়ীদের প্রভাব ও প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
ঘ) মাদক অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞান, পেশা ও প্রযুক্তি নির্ভর বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন। নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমী ও গবেষণা কার্যক্রম না থাকায় অধিদপ্তরের জনবলকে সেভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলা সম্ভব হচ্ছে না।
ঙ) মাদক নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে চাহিদা হ্রাস, সরবরাহ হ্রাস এবং ক্ষতি হ্রাসের বহুমুখী ও বিচিত্র কাজে প্রায় ১১টি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লেষ রয়েছে। এদের মধ্যে সুসমন্বয় প্রয়োজন।
চ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বর্তমানে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ ইয়াবা নামক মাদকের প্রসার রোধ করা। ইয়াবা বহন করা সহজসাধ্য বিধায় এর বিস্তার দ্রুত শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। । বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও আশংকাজনকভাবে ইয়াবার ব্যবহার বেড়েছে। ইদানিং ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও ইয়াবা আসক্তির পাশাপাশি ইয়াবা ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে।
ছ) নতুন নতুন সিনথেটিক ও সেমি-সিনথেটিক জাতীয় ড্রাগসের (ইয়াবা, কিটামিন) আবির্ভাব।
জ) ড্রাগ ডিটেকশন যন্ত্রপাতি, অপরাধীদের ব্যবহৃত মোবাইলসমূহ ট্রাকিং এবং অপরাধ দমন কাজে যানবাহন ও অন্যান্য লজিস্টিকের অভাব।
ঝ) প্রতিবেশী ভারত ও মায়ানমারের সাথে দীর্ঘ অরক্ষিত সীমান্তে মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ রোধ করতে না পারা।
ঞ) অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।

মাদক সমস্যা সমাধানে করণীয় :

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নের পর হতেই মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সীমিত জনবল ও যানবাহন, অপ্রতুল লজিস্টিকসহ শত প্রতিকুলতার মাঝেও প্রতিষ্ঠানটি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তথাপি, মাদকের অপব্যবহার ও পাচার সহণীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এমন দাবী করা যুক্তিসংগত হবে না। মাদক আজও আমাদের সমাজের অন্যতম প্রধান একটি অভিশাপ। এ অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য করণীয় বিষয়াদি :

চাহিদা হ্রাসে করণীয় :

ক। মাধ্যমিক হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন এবং গঠিত কমিটির মাধ্যমে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ।
খ। মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার সংশ্লিষ্ট অংশ হালনাগাদ করন/ নতুনভাবে সংযোজন।
গ। ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরী, ই-লার্নিং প্লাটফর্ম গঠন, শ্রেণীকক্ষে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন।
ঘ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাউন্সেলিং সেল স্থাপন করা।
ঙ। মাদকবিরোধী প্রচারণা কার্যক্রমে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে সম্পৃক্ত করা ।
চ। মাদক বিরোধী ক্লাব, সেচ্ছাসেবী সংগঠন ও এনজিও কার্যক্রমে মাদকবিরোধী কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা।
ছ। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন স্থানীয় সরকার বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া, সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শিক্ষা, প্রাণি সম্পদ, তথ্য, ধর্ম, শ্রম মন্ত্রণালয় প্রভৃতির আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার রুটিন কার্যক্রমে মাদকবিরোধী কর্মসূচি অন্তভূক্তকরণ।

সরবরাহ হ্রাসে করণীয় :

ক। মাদকবিরোধী অপারেশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করে মাদক ব্যবসায়ীদের সমন্বিত তালিকা প্রণয়ন, রুট/স্পট চিহ্নিতকরণ।
খ। রিয়েল টাইম ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং ও গুরুত্বপূর্ণ মামলার যৌথ ইন্টারোগেশন/তদন্তের জন্য রুপরেখা বা SOP প্রণয়ন।
গ। ইয়াবা ও অন্যান্য ক্ষতিকর মাদকের বিরুদ্ধে নজরদারি, তথ্য সংগ্রহ ও অভিযান জোরদার করার পাশাপাশি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা।
ঘ। রাজধানী ঢাকাসহ বিভাগীয় শহর এবং গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল সীমান্তবর্তী জেলা সমূহে বিশেষ যৌথ স্ট্রাইকিং ফোর্স গঠন।
ঙ। মাঠ-পর্যায়ে অপরাধদমন কাজে গতিশীলতা বাড়াতে অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা উইং এর জন্য উপযুক্ত সংখ্যক জনবল বৃদ্ধি এবং যানবাহন, ট্রাকিং যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য লজিস্টিক সার্পোট বৃদ্ধি করা।
চ। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
ছ। এনফোর্সমেন্টের সদস্যদের জন্য তদন্ত ভাতা, রেশন ও ঝুঁকিভাতার ব্যবস্থা করা।
জ। সীমান্ত এলাকার যোগাযোগ, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
ঞ। মাদক সংক্রান্ত মামলা সমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে পৃথক আদালত গঠন।

৩। ক্ষতি হ্রাসে করণীয় :

ক। দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মাদকাসক্তদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
খ। এম.বি.বি.এস. পাঠ্যসূচিতে মাদকাসক্তির অধ্যায় হালনাগাদকরণ / সংযোজন করা।
গ। মাদকাসক্তির চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাউন্সিলর, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট, সাইক্রিয়াটিস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
ঘ। ইন্টার্ন চিকিৎসকদের মাদকাসক্তির উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
ঙ। শিশু মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
চ। কারা হাসপাতালে মাদকাসক্তের চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা।
ছ। চিকিৎসাধীন মাদকাসক্তের ডেটাবেজ তৈরির জন্য অনলাইন পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা।
জ। প্রতিটি জেলা শহরে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারী নিরাময় ও পুনর্বাসিন কেন্দ্র চালু করা।
ঝ। কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনবার্সন কেন্দ্র বর্তমান ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হতে ২৫০ কে শয্যায় উন্নীতকরণ (১০০ নিরাময় এবং ১৫০ পুনর্বাসন)।
ট। Recovery Addict-দের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

উপসংহার ঃ

বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত **রূপকল্প-২০২১** এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের জন্য দরকার একটি কর্মনিপুণ দক্ষ যুব সমাজ। মাদকের ভয়ালগ্রাস থেকে যুব সমাজকে রক্ষার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের চাহিদা হ্রাস, সরবরাহ হ্রাস, ক্ষতি হ্রাসে যে ভূমিকা পালন করছে তা আরো কার্যকর, ফলপ্রসু ও দৃশ্যমান করতে এ দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও লজিষ্টিক সার্পোট বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন একান্ত আবশ্যক। সমাজে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক নানা সমস্যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল হচ্ছে এই মাদক। এর সমাধান কেবলমাত্র আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কিংবা একক কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষে করা সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে প্রয়োজন সরকারি, বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমূহের সমন্বিত প্রয়াস। মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে আসুন, আমরা সবাই অংশগ্রহণ করি এবং সন্মিলিত ভাবে কাজ করি।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১২ আষাঢ় ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২৬ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৬ জুন ২০১৭ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে ক্রোড়পত্র ও স্যুভেনির প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার মানবসৃষ্ট একটি বহুমাত্রিক সমস্যা। সমাজের তরুণরা মূলতঃ কৌতূহল, প্ররোচনা এবং মাদক সেবনের ফলাফল সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে মাদক সেবনের ফাঁদে পা বাড়ায় এবং মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগ সরকার এ সমস্যা নিরসনে বদ্ধপরিকর। আমরা মাদকের ভয়াবহ থাবা থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে এ সংক্রান্ত আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করেছি। মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণাকে জোরদার করা হয়েছে।

বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী মাদকের অবাধ বিস্তার রোধে মাদকবিরোধী আইন যথাযথভাবে প্রয়োগের পাশাপাশি মাদক নিরোধ শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। আমি মাদক সমস্যা সমাধানে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, অভিভাবকসহ সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশকে মাদকমুক্ত করে সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

আমি মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে ক্রোড়পত্র ও স্যুভেনির প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।

মাদকের অপব্যবহার বর্তমান বিশ্বে একটি অন্যতম সমস্যা। কিছু দেশে মাদকদ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং অন্যান্য দেশ সেই মাদকদ্রব্যের ভোক্তা দেশে পরিণত হয়। ধনী-গরিব নির্বিশেষে বিশ্বের অনেক দেশই এ সমস্যা মোকাবিলা করছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। মাদকাসক্তিমুক্ত একটি দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন করছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মাদক অপরাধ দমনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ব সম্প্রদায় নিবিড় ও সম্মিলিতভাবে মাদকের বিরুদ্ধে কাজ করলে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার মাদক অপরাধ রোধ এবং মাদকের অপব্যবহার হ্রাসকল্পে আইন প্রণয়ন ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক কাজ করে যাচ্ছে। দেশে মাদকের বিস্তার রোধে মাদক বিরোধী আইন প্রয়োগের পাশাপাশি ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। সমাজের সর্বস্তরের জনগণ সচেতন হয়ে মাদকাসক্তি সমস্যা নিয়ে একযোগে কাজ করলে আমি মনে করি বাংলাদেশে সত্যিই একটি মাদকাসক্তিমুক্ত দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব।

আমি দিবসটি উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি

সভাপতি
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১২ আষাঢ় ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২৬ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন, ২০১৭ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ক্রোড়পত্র ও স্যুভেনির প্রকাশের উদ্যোগকে সাধুবাদ ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ ব্যবসা একটি বহুমাত্রিক, আন্তর্জাতিক এবং বৈশ্বিক সমস্যা। দেশের আপামর জনগোষ্ঠী এই মারাত্মক সমস্যায় নানাভাবে জর্জরিত। মাদকের অপব্যবহারে আজ বিশ্বব্যাপী ধনী-দরিদ্র দেশ ও জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয়, সমাজ ও পারিবারিক ব্যবস্থা চরম দুর্দশাগ্রস্ত। বিশেষ করে যেকোনো সমাজের যুবশক্তি যারা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব ও আশা-আকাঙ্খার প্রতীক তাদের একটি বৃহৎ অংশ আজ মাদকের করালগ্রাসে তিমির অন্ধকারে নিপতিত হচ্ছে। বর্তমানে মহিলাদের মধ্যেও এর বিস্তার লাভ করছে। যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে পারিবারিক নানান বিশৃঙ্খলা। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতি, খেলাধুলা, পারিবারিক সুখ-শান্তি, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক পরিবেশ, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে যা সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য মোটেই কাম্য নয়। আমাদের সুন্দর জীবন ব্যবস্থা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এ সার্বজনীন সমস্যা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে বের করতে হবে।

এতদুদ্দেশ্যে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ ব্যবসার কুফল সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম এবং পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি পারিবারিক সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হ'বে। বিশেষ করে পারিবারিক পরিসরে, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের মাধ্যমে মূল্যবোধ জাগ্রত করে এর কুফল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও ধারণা দিতে হবে। এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখে। তাদের এ মহতী কার্যক্রম আরও বেগবান হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আসুন, আমরা সকলে মিলে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ে একসাথে কাজ করি।

আমি আশা করি একটি সুন্দর ও সুস্থ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাঙ্খিত রূপকল্প-২০২১ অর্জন করতে আমরা সক্ষম হবো।

আমি দিবসটির সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

টিপু মুন্‌শি

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

১২ আষাঢ় ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২৬ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিশ্বব্যাপী একটি ভয়ানক সমস্যা। এ সমস্যা মোকাবেলায় আন্তর্জাতিকভাবে জাতিসংঘের উদ্যোগে পৃথিবীব্যাপী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, বাংলাদেশও যার অংশীদার। ব্যাপক পরিসরে জনগণকে সম্পৃক্ত করে মাদকমুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারকে জোরদারকরণ, গৃহীত উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রতি বছর ২৬ জুন জাতিসংঘ ঘোষিত 'International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking' (মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস) পালিত হচ্ছে।

আমরা জানি মাদকাসক্তির আগ্রাসন শুধু ব্যক্তি জীবনকে বিপর্যস্ত করছে না, প্রতিনিয়ত পরিবার ও সমাজে যুক্ত করছে অনাকাঙ্ক্ষিত অস্থিরতা। মাদকাসক্তির ক্রমবৃদ্ধির কারণে জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিসহ রাষ্ট্রের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে, দেশের সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজের একাংশ আজ মাদক ঝুঁকির কেন্দ্রে অবস্থান করছে। এই প্রেক্ষাপটে মাদকবিরোধী আইন যুগোপযোগীকরণ ও তা যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি মাদকের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সবাইকে উদ্বুদ্ধ ও সংবেদনশীল করার মাধ্যমে মাদকবিরোধী আন্দোলনে সর্বস্তরের জনসাধারণের সক্রিয় ও অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদক নিয়ন্ত্রণে জিরো টলারেন্স প্রদর্শনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এসডিজির ৩.৫ নং লক্ষ্য পূরণসহ সার্বিকভাবে মাদকের আগ্রাসন প্রতিরোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়নে সারাদেশে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছুতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

আমি এ দিবসে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী

মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বব্যাপী তারুণ্যের সাবলীল বিকাশ এবং উন্নয়নের আলোকিত পথ মাদকের কালো আগ্রাসনে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে। যে তারুণ্য আপন বিভায় আলোকিত করবে সমাজ, দেশ আর বিশ্বকে, তা আজ নেশার ঝিমুনিতে পথহারা। যে যৌবন অসীম উদ্যমে আনন্দে আবিষ্কারে সৃষ্টি ও সংস্কারে বানাবে নতুন বিশ্ব, তা আজ মাদকের আশ্রয়ে আত্মহননে লিপ্ত। এই গভীর বৈশ্বিক সমস্যার সমাধানে বিশ্বজনীন পথ নকশা তৈরী এবং সম্মিলিত শক্তিতে মাদককে রুখে দেয়ার প্রত্যয়ে জাতিসংঘ ২৬ জুনকে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ঘোষণা করেছে। প্রগতির পথে ধাবমান বাংলাদেশও অন্যসব দেশের মতো যথাযথ গুরুত্বের সাথে এ দিবস পালন করে আসছে। এ বছর জাতিসংঘ এ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে "Listen FIRST : Listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe" যার বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে "আগে শুনুন: শিশু ও যুবাদের প্রতি মনোযোগ দেয়াই তাদের নিরাপদ বেড়ে উঠার প্রথম পদক্ষেপ"।

মাদকের পরিবর্তনশীল চরিত্রের বিপরীতে প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল নিয়ে এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে সরকার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে ঢেলে সাজানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সকলকে সাথে নিয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের মোকাবেলা করতে চায়। এ রণযাত্রায় সকল নাগরিকের অংশগ্রহণই শুধু আমাদের সাফল্যের ঠিকানায় পৌছাতে পারে। আবহমানকাল ধরে আমাদের সমাজ যৌথপরিবার ভিত্তিক যে মূল্যবোধের শক্তিতে পরিচালিত, শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে তা যত বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ুক না কেন, সেই মুল্যবোধ নবায়নের মাধ্যমে আমরা আমাদের শিশু ও যুবাদের কাছে টানবো, তাদের কথা শুনবো এবং তাদের সম্যসার প্রতি মনোযোগী হবো। লক্ষ্য রাখবো কোনভাবে তারা যেন দিশেহারা আশাহারা না হয়।

জাতিসংঘ ঘোষিত এ দিবস উদযাপনের সাথে জড়িত সকলকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং কামনা করি সকলকে নিয়ে মাদকবিরোধী আমাদের এ কাফেলা প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ক্লান্ত হবে না।

মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ

Courtesy by:
PARTEX STAR™ GROUP
a legacy, with a new face forward
HOTEL AGRABAD
STL
DIPLOMATIC WAREHOUSE
SABIR TRADERS LTD.
Dhara Ad